খোদ শিলিগুড়িতে পড়ুয়া ছাড়াই চলছে পুর-স্কুল!

আপাতভাবে আর দশটি ক্যাম্পাসের মতোই। কিন্তু ক্লাস রুমে পা রাখলে মনে হবে ভুল করে ছুটির দিন চলে এসেছেন। কিন্তু না। আসলে এমনই এক স্কুল ক্যাম্পাস যেখানে ক্যালেন্ডারের প্রতিটি দিন ছুটি। লিখছেন **সঞ্জীব মণ্ডল**

এ বিশ্বকে আমি এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি....

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার লাইন লেখা স্কুলের দরজার ঠিক উপরে। দেওয়ালের চারপাশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ, রামমোহন রায়ের ছবি। সপ্তাহে ছয়দিন স্কুল খোলা। আপাতভাবে আর দশটি ক্যাম্পাসের মতোই। কিন্তু ক্লাস রুমে পা রাখলে মনে হবে ভুল করে ছুটিরদিন চলে এসেছেন। হয়তো তাই শুনশান। কিন্তু না। আসলে এমনই এক স্কুল ক্যাম্পাস এটা যেখানে ক্যালেন্ডারের প্রতিটি দিন ছুটি।

কারণ, একজনও পড়ুয়া নেই যে! প্রত্যন্ত গ্রাম নয়। এমন পড়ুয়াহীন অদ্ভুতুড়ে স্কুল আজও দিব্যি চলছে খাস শিলিগুড়ি শহরের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ায়।নাম এক নম্বর শিশু বিদ্যালয়। শিক্ষিকা একজন। সর্বশিক্ষা মিশনের আর্থিক সহায়তা সময়মতো মিলছে। তবু কেন পড়ুয়ার দেখা নেই? উতোরচাপান থাকলেও প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই।

১৯৪৯ সালে স্কুল চালু হয়। বেশ ভালই চলছিল। ২০১৩-২০১৪ সাল থেকে সমস্যার সূত্রপাত। পড়ুয়া সংখ্যা কমতে থাকে। ২০১৬-তে ফাঁকা হয়ে যায়। নতুন কোনও খুদে ভর্তি হয়নি। পরিস্থিতি দেখে চিন্তিত এলাকার বাসিন্দারা। যদিও তা নিয়ে হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েক বছর আগেও স্কুলের এমন দুর্দশা ছিল না। তখন খুদে পড়ুয়াদের বসার জায়গা করে দেওয়াই দায় হত। ২০১৫-তে স্কুলের খাতায় পড়ুয়ার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ছয়। পরের বছর শূন্য। কেন এমনটা হল?

প্রত্যন্ত কোনও গ্রাম নয়। এমন পড়ুয়াহীন স্কুল আজও দিব্যি চলছে খাস শিলিগুড়ি শহরের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ায়। নাম এক নম্বর শিশু বিদ্যালয়। শিক্ষিকা একজন। সর্বশিক্ষা মিশনের আর্থিক সহায়তা সময় মতো মিলছে। তবু পড়ুয়ার দেখা নেই।

ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, “এলাকায় বস্তি নেই। বেশিরভাগ বাসিন্দা ছেলেমেয়েদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করছে। অনেকে চলে যাচ্ছে হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। ফলে এক সময়ের নামী প্রাইমারি স্কুলটি পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে।” যদিও বাসিন্দাদের একাংশ কাউন্সিলরের সাফাই মানতে রাজী হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, স্কুলে শিক্ষক ছিলেন তিনজন। একজন পার্শ্বশিক্ষক অন্যত্র চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছেন। এখন একমাত্র শিক্ষিকা এনাশ্রী বসু। স্কুলে পড়ুয়া ভর্তির কোনও উদ্যোগ এঁদের ছিল না।

ওয়ার্ডের শিক্ষা কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, “পড়ুয়া কমে গেলেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হেলদোল দেখিনি। এডুকেশন কমিটির তরফে কয়েকবার সমস্যার কথা ডিআই-কে জানানো হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। ” যদিও শিক্ষিকা এনাশ্রীদেবী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, “ছয় মাস আগে স্কুলের দায়িত্ব নিয়েছি। ওই সময় একজনও পড়ুয়া ছিল না। অনেক চেষ্টা করে কয়েকজন পড়ুয়া জোগাড় করেছি।” যদিও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তপনকুমার বসু বলেন, “ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে স্কুলটিকে রক্ষার চেষ্টা চলছে।” প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান প্রণব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সবে একজন নতুন শিক্ষিকা স্কুলের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি চেষ্টা করছেন। তবে কিছু সমস্যা আছে।

ছবি : কল্পনা সূত্রধর

ক্যাম্পাস

স্কুল ক্যাম্পাস জুড়ে শুধুই কিছু করে দেখানোর হাতছানি

ডামডিম গজেন্দ্র বিদ্যামন্দির হাইস্কুলে বেশিরভাগ পড়তে আসে ডামডিম, মালবাজার, ওদলাবাড়ি এবং বাগরাকোট চা বাগান এলাকার পড়ুয়ারা বিভিন্ন ভোকেশনাল কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন কিছু করার স্বপ্নে বিভোর। বেড়েছে খেলার মাঠের নেশাও। বিশেষ করে ফুটবল ও রাগবিতে বেশ নাম করেছে পড়ুয়ারা। লিখছেন **অরূপ বসাক**

ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণ করতে স্কুলেই চলছে ‘প্যারা মেডিক্যাল’ ক্লাস। চালু হয়েছে ‘ওয়েলডিং’ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। কম্পিউটার ক্লাস। মালবাজার মহকুমার চা বাগান ঘেরা ডামডিম গজেন্দ্র বিদ্যামন্দির হাইস্কুল ক্যাম্পাস জুড়ে শুধুই যেন কিছু করে দেখানোর হাতছানি। শুধু তো লেখাপড়া অথবা প্রশিক্ষণ নয়। চলছে রাগবি-র মতো খেলা নিয়েও হইচই।

দেশ স্বাধীনের পর বছর ১৯৪৮ সালে মাত্র চব্বিশজন পড়ুয়াকে নিয়ে স্কুলের যাত্রা শুরু। এরপর শুধুই এগিয়ে চলা। চা বাগান এলাকায় সচেতনতা বাড়তে ক্রমশ বেড়েছে ভিড়। এখন পড়ুয়া সংখ্যা ১ হাজার ২৫০ জন। বেড়েছে শিক্ষক সংখ্যাও। স্থায়ী এবং অস্থায়ী

দেশ স্বাধীনের পর বছর ১৯৪৮ সালে মাত্র চবিবশজন পড়ুয়াকে নিয়ে স্কুলের যাত্রা শুরু। এরপর শুধুই এগিয়ে চলা। চা বাগান এলাকায় সচেতনতা বাড়তে ক্রমশ বেড়েছে ভিড়। এখন পড়ুয়া সংখ্যা ১ হাজার ২৫০ জন। বেড়েছে শিক্ষক সংখ্যাও।

রয়েছেন স্কুলে। পড়ুয়াদের. বেশিরভাগ ডামডিম, মালবাজার, ওদলাবাড়ি এবং বাগরাকোট চা বাগান এলাকার। বিভিন্ন ভোকেশনাল কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন কিছু করার স্বপ্নে বিভোর প্রত্যেকে। বেড়েছে খেলার মাঠের নেশাও। বিশেষ করে ফুটবল ও রাগবিতে বেশ নাম করেছে পড়ুয়ারা। স্কুলের শরীর শিক্ষার শিক্ষক আশিসকুমার টুডু জানিয়েছেন, কয়েক বছর থেকে পড়ুয়াদের মধ্যে খেলাধূলায় উৎসাহ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। খেলার মাঠও যে ভবিষ্যত জীবন তৈরির অঙ্গ সেটা ওরা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এখন মহকুমা তো বটেই। জেলাস্তর থেকেও পুরস্কার আসছে। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিশা ঠিক করে দিতে দু’টি বিষয়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। একটি, প্যারা মেডিক্যাল কোর্স। অন্যটি ওয়েলডিং। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশান্তকুমার পণ্ডিত বলেন, “পুষ্পেন্দু সরকার প্যারা মেডিক্যাল কোর্স পড়াচ্ছেন। ওয়েল্ডিংয়ে ক্লাস নিচ্ছেন আজাদ টোপ্পো। দুটি কোর্স ছয় মাসের।” এছাড়াও রয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। তবে এতকিছুর মধ্যে সমস্যা নেহাত কম নেই। স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক থাকার কথা ত্রিশজন। আছেন মাত্র পনেরোজন। সমস্যা ক্লাস রুমেরও। পড়ুয়াদের গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। নেই সীমানা পাঁচিল। তাই নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকেই যায়। চুরি লেগেই আছে স্কুলে। সমস্যা এড়াতে নৈশ প্রহরীর কথাও বলছেনে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সামান্য বৃষ্টিতে জল থইথই হয়ে থাকে স্কুলের মাঠ। লোডশেডিংয়ে থাকে না পানীয় জল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, “সমস্যাগুলির কথা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।” কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না দেখে অভিভাবক মহলে ক্ষোভ বাড়ছে। প্রশ্ন উঠেছে যখন স্কুল পড়ুয়ারা খেলায় সাফল্যের মুখ দেখছে তখন ভাল মাঠের ব্যবস্থা হবে না কেন!

ছবি : প্রতিবেদক

অতিথি

উত্তরবঙ্গের জনজাতিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা হোক

অনেকদিনের ইচ্ছা উত্তরবঙ্গের জনজাতিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা হোক উত্তরবঙ্গে। এখানে বিভিন্ন জনজাতির বসবাস মেচ, রাভা, ধীমাল, টোটো আরও কত কী প্রত্যেক জনজাতির ভাষা, সংস্কৃতি যেমন গবেষণার বিষয় অন্যদিকে একশ্রেণির পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয়। তাঁদের ব্যবহৃত সামগ্রী নিয়ে সংগ্রহশালা গড়ে উঠলে উত্তরবঙ্গের গর্বের সম্পদ হতে পারে। প্রশাসনিক মহলে বিষয়টি জানিয়েছি।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য,
ভ্রমণ লেখক

ভ্রমণ আমার নেশা। ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখালিখির সূত্রে ঘুরেছি প্রচুর। কখনও পায়ে হেঁটে। আবার কখনও গাড়িতে। বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। জনজাতিদের জীবনযাত্রার সংস্পর্শে এসেছি। অনেক দিনের ইচ্ছা উত্তরবঙ্গের জনজাতিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা হোক। এখানে বিভিন্ন জনজাতির বসবাস। মেচ, রাভা, ধীমাল, টোটো আরও কত কিক্ক প্রত্যেক জনজাতির ভাষা, সংস্কৃতি যেমন গবেষণার বিষয় অন্যদিকে একশ্রেণির পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয়। তাঁদের ব্যবহৃত সামগ্রী নিয়ে সংগ্রহশালা গড়ে উঠলে উত্তরবঙ্গের গর্বের সম্পদ হতে পারে। প্রশাসনিক মহলে বিষয়টি জানিয়েছি। লাটাগুড়ির কাছে গোলাবাড়ি সংগ্রহশালার আদর্শ যায়গা হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু এখনও সেরকম সাড়া পাইনি।

আলিপুরদুয়ারের কাজিমান গোলে নামে এক ব্যাক্তি নিজস্ব উদ্যোগে এ ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এটা অতি সামান্য নমুনা মাত্র। কেন্দ্রীয়ভাবে বড় আকারে সংগ্রহশালা গড়ে তোলা জরুরি। কারণ সময়ের সঙ্গে জনজাতি সমাজের অনেক কিছুই পাল্টাচ্ছে। পুরনো কাপড়ের ব্যবহার এখন নেই বললেই চলে। আরও অনেক সামগ্রী বিলুপ্তির পথে। অনেক খুঁজেও তাঁত মিলছে না। আরও দেরি হলে কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষে এই কাজ মোটেও সম্ভব নয়। কারণ, ব্যয়বহুল আয়োজন। এটা সরকারি উদ্যোগেই সম্ভব। সরকার এগিয়ে এলে পর্যটনের নতুন দীগন্ত খুলে যাবে। শুধু তাই নয়। গবেষণার কাজেও যথেষ্ট সহায়তা মিলবে।

প্রকৃতি উত্তরবঙ্গকে উজার করে দিয়েছে। সম্ভাবনাও প্রচুর। প্রতিদিনই পর্যটনের নতুন নতুন দিগন্ত খুলছে। কিন্তু পর্যটন মানে সবটাই প্রকৃতি নির্ভরতা নয়। এলাকার মানুষ জনজাতিরাও পর্যটনের অঙ্গ হতে পারে। তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থেকে অনেক কিছুই শিক্ষার আছে। বাইরের পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় তা। কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা গড়ে উঠলে পর্যটেনর এই শাখা বিকাশে তেমন কোনও সমস্যা থাকবে না। পাশাপাশি জঙ্গলের উপরেও চাপ কমবে। এই মূহুর্তে যেটা খুবই জরুরি। কিন্তু জানি না কেন সরকারি তরফে আজও কেন সাড়া মিলছে না।

সুস্থ পর্যটনের পরিবেশ গেড় তোলার জন্যই আমার মনে হয় খুবই দরকার রিসর্ট এবং হোটেল গড়ে তোলায় রাশ টানা। কারণ, যত্রতত্র যে ভাবে রিসর্ট, হোটেল গড়ে উঠছে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের নামে বেলেল্লাপণার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়েছে। নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। সম্প্রতি জয়ন্তী ও বক্সায় হোটেল রিসর্ট বন্ধ করা নিয়ে আদালত রায় দিয়েছে। এই রায় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণের পক্ষে ভাল। জানি এর ফলে অনেকের কর্মসংস্থান নষ্ট হবে। হয়ত তাই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না। কিন্তু এটা বলতেই পারি নিয়ম মেনে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করলে এই ধরণের বিপদ এড়ানো সম্ভব।

উত্তরবঙ্গে পর্যটনের বিকাশে অনেক কাজ হয়েছে। হচ্ছেও। তবে এখনও উত্তরবঙ্গে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যার কথা সেভাবে মানুষ জানে না। লেখালিখির জন্য অনেকবার ঘুরে অবাক হয়েছি। অজানা জায়গাগুলিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা দরকার। পাশাপাশি ইতিহাসভিত্তিক পর্যটনও একটা গুরুত্বপূর্ন দিক। সেই দিকটি এখনও অনেকটাই অবহেলিত রয়েছে বলে মনে হয়। কোচবিহার রাজবাড়ির বেহাল দশা। জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি নিয়েও কিছু করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ গোসানিমারীর স্থাপত্য বা সেখানকার সংগ্রহশালাটিও সেভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়নি। চিলাপাতার জঙ্গলে নলরাজার গড়ের ইট চুরি হয়ে যাচ্ছে। কোনও নজরদারি নেই। বক্সার দুর্গের অবস্থাও তথৈবচ। এগুলো খুবই পীড়া দেয়। চাইব যাতে সরকার উদ্যোগী হয়। উত্তরবঙ্গের সম্পদকে রক্ষা করার পাশাপাশি অন্যদের জন্যও তুলে ধরতে পারি আমরা।

অনুলিখন : সব্যসাচী ভট্টাচার্য